



## 20176 - শরীরেরে কঠোথো ব্য়থো অনুভব করছনে এমন কারো জন্য় কচ্ছি দোয়ো ও ঔষধ

### প্রশ্ন

আমি আমার মাথার সামনের অংশে খুব ব্যথা অনুভব করছি। ব্যথা কমানোর জন্য কোন দোয়া আছে কি যা আমি পড়তে পারি কিংবা এমন কোন কচ্ছি আছে কি যা আমি করতে পারি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

#### এক:

আপনি যবে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সটোর জন্য় যদি আপনি ধর্মে ধরনে এবং আল্লাহর কাছে নকীর প্রত্যাশা করনে তাহলে আল্লাহ আপনার এই রোগে মাধ্যমে পাপ মচোন করে দবিনে।

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “মুসলমিরে উপর যবে ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট ও পরেশোনী আসে; এমনকি যবে কাঁটা তার দহে ফুটে, এ সব কচ্ছির মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দনে।” [বুখারী (৫৩১৮), মুসলমি (২৫৭৩)]

#### দুই:

আমরা আপনাকে কচ্ছি চকিত্টিসা ও সহীহ দোয়ো পড়ার পরামর্শ দবি। চকিত্টিসাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

#### ১. মধু:

আল্লাহ তায়ালা বলনে: “তারপর সব রকম ফল থেকে খাও এবং তোমাদের রবেরে সুগম পথসমূহে চলো। এই মটোমাছরি পটে থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) বরে হয়, যাতে মানুষেরে জন্য় আরোগ্য আছে। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদেরে জন্য় অবশ্যই নদির্শন আছে।” [আন-নাহল: ৬৯]

#### ২. ভারতীয় চন্দন কাঠ।

উম্মু কাইস বনিতে মুহসনি বলনে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: “তোমরা ভারতীয় এই চন্দন



কাঠ ব্যবহার করবে। কারণ এতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে।”[হাদীসটি বুখারী (৫৩৬৮) ও মুসলিমি (২৮৭) বর্ণনা করছেন]

৩. হজিমা:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মাইগ্রনে (আধ কপালরি) কারণে তার মাথায় শঙ্কিগা লাগান।[বুখারী (৫৩৭৪), মুসলিমি (১২০২)]

৪. কালো জরি:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কালো জরি ‘সাম্ম’ ছাড়া সব রোগেরে ঔষধ। আর ‘সাম্ম’ হল মৃত্যু।”[বুখারী (৫৩৬৪), মুসলিমি (২২১৫)]।

বুখারী এ সংক্রান্ত পরচ্ছদে শরিনোম দিয়েছেন: মাইগ্রনে (আধ কপালরি) ও পুরো মাথা ব্যথার কারণে শঙ্কিগা লাগানো।

আমরা আপনাকে যে সকল দোয়া পড়ার পরামর্শ দবি তার মাঝে সহীহ সুন্নাহ থেকে সাধ্যমত কিছু উল্লেখ করছি:

১. উসমান ইবনে আবলি আস আস-সাকাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা ব্যথার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “তোমার শরীরেরে যে অংশে ব্যথা হয়, তার উপরে হাত রেখে তনিবার বসিমল্লাহ বলবে। তারপর সাতবার বলবে: **أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ** (আমি যে অনিষ্ট পাচ্ছি ও যে অনিষ্টেরে আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর কাছে ও তাঁর ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[হাদীসটি মুসলিমি (২২০২) বর্ণনা করছেন]।

২. আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনও রোগীর কাছে আসলে কথিবা তার কাছে কোনও রোগীকে আনা হলে তনি বলতেন:

**أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ فَإِنَّتِ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ □ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا** “ক্ষয়ট দূর করে দনি, হে মানুষেরে রব। আরোগ্য দান করুন, আর আপনহি আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোনও আরোগ্য নহে। এমন আরোগ্য দনি, যা সামান্যতম রোগও অবশিষ্ট রাখবে না।”[বুখারী (৫৩৫১), মুসলিমি (২১৯১)]

অনুরূপভাবে আপনাকে সূরা ফাতহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে হবে। সমগ্র কুরআনই চকিত্টিসা আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর আমরা কুরআনে এমন বিষয় নাযলি করি যা মুমনিদেরে জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর তা যালমেদেরে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” [আল-ইসরা: ৮২]

৩. আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরে একটা



দল সফরে যাত্রাকালে কোনেও এক গোটররে কাছ পৌঁছে তাদরে মহেমান হতে চাইলনে। কনিতু তারা মহেমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানাল। হঠাৎ সবে গোটররে সর্দার দংশতি হল। তখন তাদরে একজন বলল, “আপনাদরে কাছ ককিনেও ঔষধ আছে কথিবা আপনাদরে মাঝে ঝাড়ফুক-কারী লোক আছে?” / তারা উত্তর দলি, “হ্যাঁ। তবে আপনারা আমাদরে আতথিয়েতা করনেনি। কাজহে আমাদরে কোনেও পারশ্রমকি নরিদষ্টি না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না।” ফলে তারা আমাদরেকে এক পাল বকরী দতিবে রাজী হল। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতহি পড়তে লাগলনে এবং থুতু জমা করে সবে ব্যক্তরি গায়ে ছটিয়িবে দলিনে। এভাবে লোকটা আরোগ্য লাভ করল। এরপর সাহাবীরা বকরী নিয়ে এল এবং নজিরো বলল, “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার আগে বকরীর ভাগ নবি না।” তারা তাঁকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হিসেবে বললনে, “তোমরা কীভাবে জানলে যে বুকিয়া (ঝাড়ফুকযোগ্য)? তোমরা বকরীগুলো ভাগ করে নাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও।” [বুখারী (৫৪০৪), মুসলমি (২২০১)]।

৪. আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবে রোগে মারা যান সবে রোগেরে সময়ে তিনি নজি দহেবে মুআব্বযিাত (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুক দতিনে। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেলে, তখন আমিসিগেলো পড়ে ফুক দতিম। আর আমি তার নজিরে হাত তার দহেরে উপর বুলয়িবে দতিম; তাঁর হাতে বরকতেরে কারণে। বর্ণনাকারী মা মার বলনে, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কভাবে ফুক দবিবে? তিনি বললনে, “দুই হাতেরে উপর ফুক দবিবে, এরপর সেই হস্তদ্বয় দ্বারা আপন মুখমণ্ডল মুছবে।” [বুখারী (৫৪০৩), মুসলমি (২১৯২)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।